## আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে কোরবানীকৃত পশুর উচ্ছিষ্টাংশ সুষ্ঠুভাবে অপসারণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিশেষ বিজ্ঞপ্তি



- পশু জবাইয়ের পূর্বে গর্ত করে নিন। গর্তের মধ্যে রক্ত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ পুঁতে রাখুন।

- জবাইকৃত পশুর রক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ নর্দমা কিংবা যেখানে সেখানে ফেলবেন না। এতে পরিবেশ দূষিত হয় এবং মারাত্মক রোগ ছড়ায়।

- কোরবানীকৃত পশুর বর্জ্য অংশ দ্রুত অপসারণের জন্য প্রয়োজনবোধে নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদকে সংবাদ দিন।

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংগ। কোরবানীর পরে আপনার পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখুন।

**পরিবেশ অধিদপ্তর**
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সাঃসঃমুঃ-৯৮/৯৯-৪৩০৮কম-১—৫০,০০০ [illegible] ১৯৯৯।

ডি এফ পি-৬৫০৮-২৫/৩



## এ সময়ে চাষীভাইদের করণীয়

- প্রায় তিন মাসাধিক কাল ধরে দেশে যেভাবে অনাবৃষ্টি চলছে, তাতে বোরো ধান ক্ষেতে সেচ সংকটের সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যে এলাকায় পানির স্তর অপেক্ষাকৃত নিচে আছে সে এলাকায় অগভীর নলকূপ চালু রেখে বোরো ধান ক্ষেতে সেচ দেয়ার ফলে পানির স্তর আরো নিচে নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- এ বছর বোরো ধান আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এসব এলাকায় অগভীর নলকূপের মাধ্যমে বোরো ক্ষেতে পর্যাপ্ত পানি সেচ দেয়ার ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি সংকট দেখা দিতে পারে। এ ধরনের সেচ সমস্যা সম্ভাবনা থাকলে শুরুতেই মাটি খুঁড়ে অপেক্ষাকৃত নিচে সুবিধামত স্তরে অগভীর নলকূপে ইঞ্জিন পুনঃস্থাপন করে পানি সংকট দূর করুন। আপনার বোরো ধান ফসলের প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করুন।
- চারা রোপণের পর পরই জমিতে ছিপছিপে পানি (এক হতে দেড় ইঞ্চি) থাকলে বোরো ধানের কুশী গজাতে সহায়ক হয়। ৫-৭ সপ্তাহ আগে লাগানো ধান ক্ষেতে প্রতি গোছায় গড়ে প্রায় ১৫টি কুশী বা নতুন চারা গজিয়ে থাকলে ১২-১৮ সেঃ মিঃ (৫-৭ইঞ্চি) পানি জমিয়ে নতুন কুশী গজানো রোধ করুন।
- মনে রাখবেন, ধান ক্ষেতে অতিমাত্রায় বেশী কুশী গজালে ফলন কম হতে পারে এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর উপদ্রপ বাড়তে পারে।
- আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতে চলতি মার্চ মাসে দু'টি কাল বৈশাখী হতে পারে। তাই ক্ষতি এড়াতে মাঠে কর্তন উপযোগী দন্ডায়মান ফসল (গম, আলু, ছোলা, মটরশুঁটি) দ্রুত সংগ্রহ করে ঘরে তুলুন।

বিস্তারিত জানার জন্য স্থানীয় কৃষিকর্মীর পরামর্শ নিন।

### ভুট্টা চাষী, ভুট্টাজাত খাদ্য প্রস্তুতকারী, ডেইরী/পোলট্রি ফার্ম, পোলট্রি ও ফিস ফীড ইন্ডাস্ট্রিজ মালিকদের জন্য সুখবর

- এবার রবি মৌসুমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক হারে ভুট্টা চাষ করা হয়েছে
- এ সময় ভুট্টা বাজারজাত করার উপযুক্ত সময়
- এ বছর সরকার দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫,০০০ টন ভুট্টা সংগ্রহ করবে
- ভুট্টা বাজারজাত করনে এখন আর কোন সমস্যা নেই। দেশের যে কোন জেলার চাষী সরকার নির্ধারিত ৭ টাকা কেজি দরে ভুট্টা বিক্রয় করতে পারেন
- এখন উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টা বীজ সব জায়গায় পাওয়া যায়। এ সব জাতের ফলনও দেশে উদ্ভাবিত জাতের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন
- অধিক হারে ভুট্টা চাষ করুন ও আর্থিকভাবে লাভবান হউন
- ধান ও গমের চেয়ে ভুট্টার ফলন অনেক বেশী, পুষ্টিকর ও লাভজনক।

**ভুট্টা ভারি মজার ফসল, সারা বছর ফলে, নিজের খাবার, পশুর খাবার, জ্বালানিও মিলে**

ভুট্টা বিক্রয় ও সংগ্রহে ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন-

- সংশ্লিষ্ঠ জেলার উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- জেলা মার্কেটিং অফিসার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপক সমন্বিত ভুট্টা উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী (মধ্য ভবন, সপ্তম তলা), ঢাকা-১২১৫ ফোন ঃ ৯১১৬২৮৯/৯১২০৬০৭

প্রচারে ঃ কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রনালয়

ডি এফ পি-৬৫০৩-২৪/৩



## কৃষি পণ্যের সমবায় বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন

- বাজার চাহিদা অনুযায়ী কৃষি পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করুণ। এতে পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি সহায়ক হবে।
- জমি থেকে ফসল কাটা বা তোলা এবং মাড়াই-এর সময় যত্নবান হোন। এতে ফসলের উৎপাদনজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে।
- একতাই শক্তি। অতএব, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও বাজারজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। এতে বড় বাজারসমূহে পণ্য নেয়া ও বিক্রি সম্ভব হবে এবং আপনার আয় বাড়বে।
- যৌথ উদ্যোগে পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করুন। এতে পরিবহণ ব্যয়সহ বিপণন খরচ কমবে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ সহজতর হবে।
- গ্রামীণ পর্যায়ে ফলমূল ও শাক-সব্জীর স্বাস্থ্যসম্মত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য মজুদ শেষে ব্যবহার বা বিক্রির ব্যবস্থা করুন। এতে আপনার আয় বৃদ্ধি পাবে।
- উপযুক্ত ও সঠিক উপায়ে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ করুন এবং উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে আপনার আয় বৃদ্ধি করুন। এ ব্যাপারে নিকটস্থ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের গুদামসমূহে কম খরচে শস্য পণ্য সংরক্ষণ ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ নিতে পারেন।
- প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য আপনার কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। আপনার জেলার বাজার কর্মকর্তার নিকট থেকে তা আগে থেকে জেনে নিন।

**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর**
খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫

ডি এফ পি-৬৫০৪-২৪/৩



## তুলা চাষ করুন, লাভবান হোন

- বাংলাদেশের জলবায়ু তুলাচাষের উপযোগী।
- বন্যামুক্ত ও উঁচু জমি তুলা চাষের জন্য উত্তম।
- ভাল ফলন পেতে হলে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত উন্নত মানের তুলাবীজ বপণ করা উচিৎ।
- ১লা শ্রাবণ থেকে ৩১শে শ্রাবনের মধ্যে তুলাবীজ বপণের উৎকৃষ্ট সময়।
- সঠিকভাবে পরিচর্য্যার মাধ্যমে সহজেই একর প্রতি ১৫-২০ মণ বীজতুলা উৎপন্ন করা যায়।
- এক একর জমিতে তুলা চাষ করে ছয় মাসে ১৬,০০০ থেকে ২৪,০০০ টাকা আয় করা যায়।
- বিস্তারিত জানার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রচারে ঃ তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামার বাড়ী, ঢাকা।

ডি.এফ পি-৬৫০৯-২৪/৩